প্রথম আলো

17 AUG 2026

ইউরোপে বাজার হারাচ্ছে বাংলাদেশ

তৈরি পোশাক রপ্তানি

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ও কেজিপ্রতি দাম—দুটিই কমেছে। বিপরীতে কম পরিমাণ পোশাক রপ্তানি করে বেশি দাম পেয়েছে ভিয়েতনাম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তুলনামূলক সস্তা পোশাক দিয়েই বিশ্ববাজারে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তবে শুধু কম দামে সরবরাহ করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অবস্থান ধরে রাখা যাচ্ছে না। বাজার হারাতে শুরু করেছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা। অন্যদিকে তুলনামূলক বেশি দামে তৈরি পোশাক রপ্তানি করেও বাজার ধরে রেখেছে ভিয়েতনাম। তাদের রপ্তানি সামান্য বেড়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিসংখ্যানে এমন চিত্রই উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, ইইউর বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে প্রতি কেজি ওজনের সমপরিমাণ তৈরি পোশাক ১৩ দশমিক ৮৮ ইউরোয় রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। তারপরও রপ্তানি কমেছে প্রায় সাড়ে ১৬ শতাংশ। অন্যদিকে ওজনের হিসাবে ভিয়েতনামের পোশাকের দাম বেশি। দেশটি প্রতি কেজি তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ২৯ দশমিক ৩২ ইউরোয়। তাদের রপ্তানি বেড়েছে দশমিক ৩৬ শতাংশ। যদিও এই বাজারে ভিয়েতনামের চেয়ে চার গুণ বেশি রপ্তানি করে বাংলাদেশ।

ইইউর পরিসংখ্যান দপ্তর ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ইইউর ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৪১ বিলিয়ন ইউরোর তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ কম। তবে আশার কথা হচ্ছে, গত জুনে সামগ্রিকভাবে তৈরি

> ❝
> **আমাদের কারখানাগুলো কটনের পোশাক বেশি উৎপাদন করে। ভিয়েতনামে ঠিক উল্টো, তারা কৃত্রিম তন্তুর (এমএমএফ) পোশাক বেশি করে থাকে। সে কারণে ভিয়েতনাম এগিয়ে রয়েছে।**
>
> শেখ এইচ এম মোস্তাফিজ, পরিচালক, বিজিএমইএ

এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ কম। অর্থাৎ ইইউর সামগ্রিক তৈরি পোশাক আমদানি যতটা কমেছে, বাংলাদেশ থেকে আমদানি কমেছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

এতে ইইউয়ে বাংলাদেশের বাজার হিস্যাও সামান্য কমেছে। গত বছরের প্রথমার্ধে ইইউর মোট তৈরি পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ২২ দশমিক ৭৩ শতাংশ। চলতি বছরের একই সময়ে তা ২১ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশে নেমেছে।

অন্যদিকে ভিয়েতনামের বাজার পরিস্থিতি বাংলাদেশের চেয়ে ভিন্ন। চলতি বছরের প্রথমার্ধে বাজারটিতে ভিয়েতনাম ২ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৩৬ শতাংশ বেশি। অর্থের হিসাবে রপ্তানি বাড়লেও পরিমাণের হিসাবে দেশটির তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১১ দশমিক ৫২ শতাংশ। অর্থাৎ কম পরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করেও দেশটি গড়ে বেশি দাম পেয়েছে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের প্রথমার্ধে ভিয়েতনামের প্রতি কেজি তৈরি পোশাকের গড় রপ্তানি মূল্য ছিল ২৫ দশমিক ৮৪ ইউরো। চলতি বছরের একই সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ দশমিক ৩২ ইউরোয়। অর্থাৎ এক বছরে দেশটির প্রতি কেজি পোশাকের গড় রপ্তানি মূল্য বেড়েছে ১৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি পুরোপুরি ভিন্ন। ৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

এদিকে চলতি বছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ থেকে ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ কমেছে ৮ দশমিক ২২ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ কমার পাশাপাশি প্রতি কেজি পোশাকের দামও কমেছে। এই দুইয়ের প্রভাবে মোট রপ্তানি আয় কমেছে ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা বলছেন, ইইউর বাজারে পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ার প্রভাব সব দেশের ওপর সমানভাবে পড়ছে না। প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে কেউ কেউ তুলনামূলক বেশি দামে তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে। ফলে বাংলাদেশের জন্য শুধু কম দামে পোশাক সরবরাহ করে বাজার ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

এদিকে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী এখনো চীন। চলতি বছরের প্রথমার্ধে ইইউর মোট তৈরি পোশাক আমদানির প্রায় ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ চীন থেকে এসেছে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও তার বাজার অংশ কমেছে। বিপরীতে ভিয়েতনামের বাজার অংশ সামান্য বেড়েছে।

অবশ্য গত জুনে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে প্রতি কেজি পোশাকের গড় মূল্য কমেছে ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ। ফলে পরিমাণ বাড়লেও মোট রপ্তানি মূল্য বেড়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৮৭ শতাংশ।

রপ্তানিকারকেরা কী বলছেন

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক শেখ এইচ এম মোস্তাফিজ প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের কারখানাগুলো কটনের পোশাক বেশি উৎপাদন করে। ভিয়েতনামে ঠিক উল্টো, তারা কৃত্রিম তন্তুর (এমএমএফ) পোশাক বেশি করে থাকে। সে কারণে ভিয়েতনাম এগিয়ে রয়েছে। তা ছাড়া আমাদের কটনের পোশাকের ক্রয়াদেশও ভারতে সরতে শুরু করেছে। তার কারণ, ভারত ইতিমধ্যে ইইউর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করেছে। ফলে ইইউর অনেক ক্রেতা ভারতের

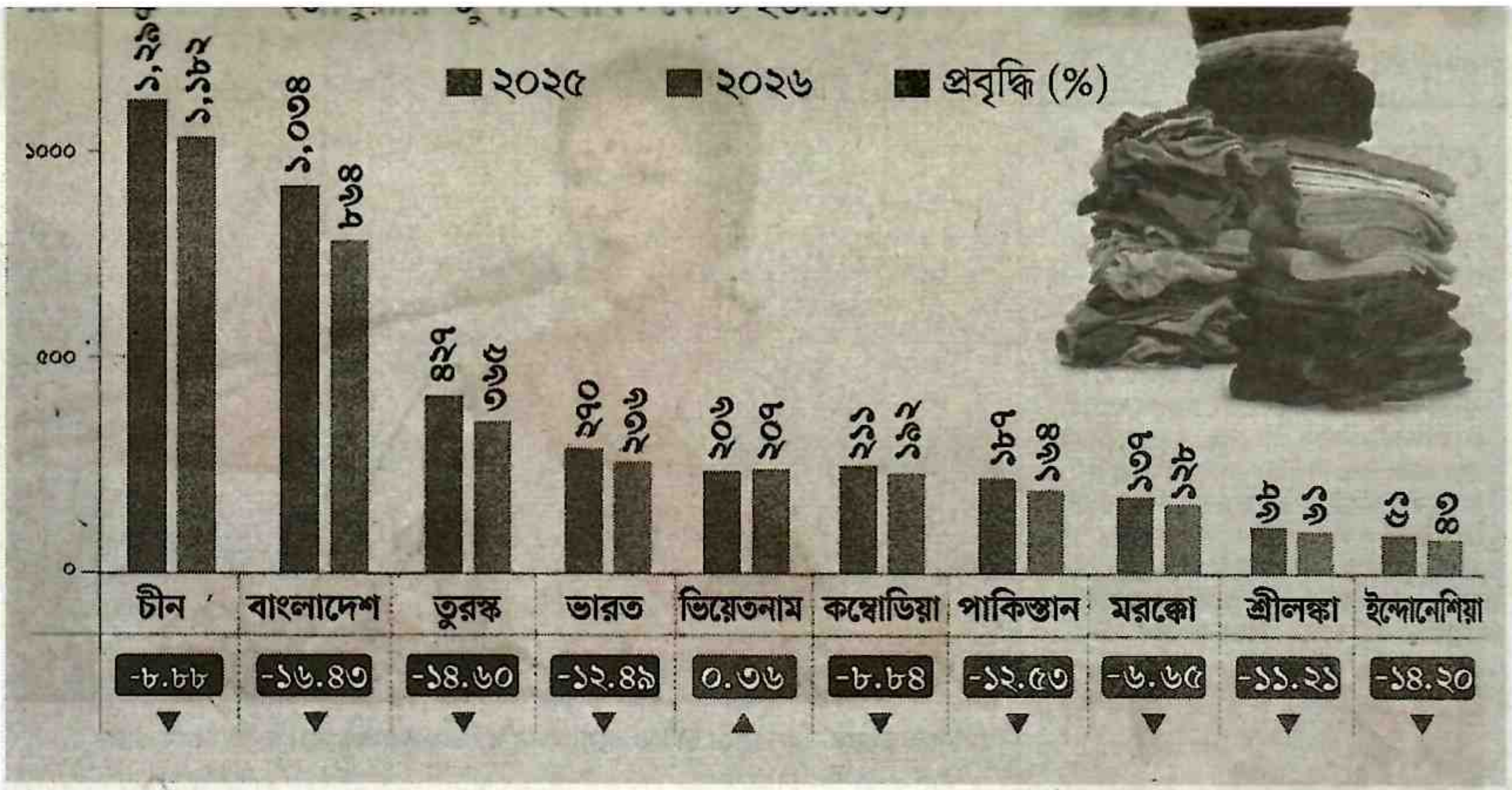

ইউরোপে বাজার হারাচ্ছে বাংলাদেশ

তৈরি পোশাক রপ্তানি

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ও কেজিপ্রতি দাম—দুটিই কমেছে। বিপরীতে কম পরিমাণ পোশাক রপ্তানি করে বেশি দাম পেয়েছে ভিয়েতনাম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তুলনামূলক সস্তা পোশাক দিয়েই বিশ্ববাজারে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তবে শুধু কম দামে সরবরাহ করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অবস্থান ধরে রাখা যাচ্ছে না। বাজার হারাতে শুরু করেছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা। অন্যদিকে তুলনামূলক বেশি দামে তৈরি পোশাক রপ্তানি করেও বাজার ধরে রেখেছে ভিয়েতনাম। তাদের রপ্তানি সামান্য বেড়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিসংখ্যানে এমন চিত্রই উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, ইইউর বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে প্রতি কেজি ওজনের সমপরিমাণ তৈরি পোশাক ১৩ দশমিক ৮৮ ইউরোয় রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। তারপরও রপ্তানি কমেছে প্রায় সাড়ে ১৬ শতাংশ। অন্যদিকে ওজনের হিসাবে ভিয়েতনামের পোশাকের দাম বেশি। দেশটি প্রতি কেজি তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ২৯ দশমিক ৩২ ইউরোয়। তাদের রপ্তানি বেড়েছে দশমিক ৩৬ শতাংশ। যদিও এই বাজারে ভিয়েতনামের চেয়ে চার গুণ বেশি রপ্তানি করে বাংলাদেশ।

ইইউর পরিসংখ্যান দপ্তর ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ইইউর ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৪১ বিলিয়ন ইউরোর তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ কম। তবে আশার কথা হচ্ছে, গত জুনে সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাক আমদানি ৩ শতাংশ বেড়েছে।

২০১২ সাল থেকে ইইউর বাজারে চীনের পর দ্বিতীয় শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ৮ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ।

> **আমাদের কারখানাগুলো কটনের পোশাক বেশি উৎপাদন করে। ভিয়েতনামে ঠিক উল্টো, তারা কৃত্রিম তন্তুর (এমএমএফ) পোশাক বেশি করে থাকে। সে কারণে ভিয়েতনাম এগিয়ে রয়েছে।**
>
> **শেখ এইচ এম মোস্তাফিজ**, পরিচালক, বিজিএমইএ

এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ কম। অর্থাৎ ইইউর সামগ্রিক তৈরি পোশাক আমদানি যতটা কমেছে, বাংলাদেশ থেকে আমদানি কমেছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

এতে ইইউয়ে বাংলাদেশের বাজার হিস্যাও সামান্য কমেছে। গত বছরের প্রথমার্ধে ইইউর মোট তৈরি পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ২২ দশমিক ৭৩ শতাংশ। চলতি বছরের একই সময়ে তা ২১ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশে নেমেছে।

অন্যদিকে ভিয়েতনামের বাজার পরিস্থিতি বাংলাদেশের চেয়ে ভিন্ন। চলতি বছরের প্রথমার্ধে বাজারটিতে ভিয়েতনাম ২ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৩৬ শতাংশ বেশি। অর্থের হিসাবে রপ্তানি বাড়লেও পরিমাণের হিসাবে দেশটির তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১১ দশমিক ৫২ শতাংশ। অর্থাৎ কম পরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করেও দেশটি গড়ে বেশি দাম পেয়েছে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের প্রথমার্ধে ভিয়েতনামের প্রতি কেজি তৈরি পোশাকের গড় রপ্তানি মূল্য ছিল ২৫ দশমিক ৮৪ ইউরো। চলতি বছরের একই সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ দশমিক ৩২ ইউরোয়। অর্থাৎ এক বছরে দেশটির প্রতি কেজি পোশাকের গড় রপ্তানি মূল্য বেড়েছে ১৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি পুরোপুরি ভিন্ন। গত বছরের প্রথমার্ধে প্রতি কেজি তৈরি পোশাকের গড় রপ্তানি মূল্য ছিল ১৫ দশমিক ২৪ ইউরো। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৮৮ ইউরোয়। অর্থাৎ প্রতি কেজিতে বাংলাদেশের পোশাকের গড় রপ্তানি মূল্য কমেছে ৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

এদিকে চলতি বছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ থেকে ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ কমেছে ৮ দশমিক ২২ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ কমার পাশাপাশি প্রতি কেজি পোশাকের দামও কমেছে। এই দুইয়ের প্রভাবে মোট রপ্তানি আয় কমেছে ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা বলছেন, ইইউর বাজারে পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ার প্রভাব সব দেশের ওপর সমানভাবে পড়ছে না। প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে কেউ কেউ তুলনামূলক বেশি দামে তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে। ফলে বাংলাদেশের জন্য শুধু কম দামে পোশাক সরবরাহ করে বাজার ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

এদিকে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী এখনো চীন। চলতি বছরের প্রথমার্ধে ইইউর মোট তৈরি পোশাক আমদানির প্রায় ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ চীন থেকে এসেছে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও তার বাজার অংশ কমেছে। বিপরীতে ভিয়েতনামের বাজার অংশ সামান্য বেড়েছে।

অবশ্য গত জুনে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে প্রতি কেজি পোশাকের গড় মূল্য কমেছে ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ। ফলে পরিমাণ বাড়লেও মোট রপ্তানি মূল্য বেড়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৮৭ শতাংশ।

রপ্তানিকারকেরা কী বলছেন

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক শেখ এইচ এম মোস্তাফিজ প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের কারখানাগুলো কটনের পোশাক বেশি উৎপাদন করে। ভিয়েতনামে ঠিক উল্টো, তারা কৃত্রিম তন্তুর (এমএমএফ) পোশাক বেশি করে থাকে। সে কারণে ভিয়েতনাম এগিয়ে রয়েছে। তা ছাড়া আমাদের কটনের পোশাকের ক্রয়াদেশও ভারতে সরতে শুরু করেছে। তার কারণ, ভারত ইতিমধ্যে ইইউর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করেছে। ফলে ইইউর অনেক ক্রেতা ভারতের সরবরাহকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে।'

শেখ এইচ এম মোস্তাফিজ আরও বলেন, বর্তমানে আগামী গ্রীষ্ম মৌসুমের ক্রয়াদেশ দেওয়ার সময়। কিন্তু আমাদের কারখানাগুলো তিন সপ্তাহ ধরে তীব্র গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকটে ভুগছে।

ঢাকা।

commercial bank interest mark-ups can push

transition to renewable energy was an urgent

suppliers.

munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা
07 AUG 2026

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে গতকাল সিপিডি আয়োজিত 'ন্যাশনাল ডায়ালগ অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিকার্বনাইজেশন' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে বক্তারা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সিপিডির গবেষণা

পোশাক খাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নিশ্চিতে ১৩ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের তৈরি পোশাক খাতে টেকসই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রায় ১৩ হাজার ২০৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটি বলছে, মোট ব্যয়ের প্রায় ৭১ শতাংশ খরচ হবে দেশের শীর্ষ ২৫ শতাংশ বড় কারখানাগুলোয়। সঠিক মডেল অনুযায়ী যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হলে বছরে প্রায় ২ লাখ ৫৬ হাজার ৪৪৬ মেগাওয়াট পর্যন্ত শক্তি সাশ্রয় করা সম্ভব বলেও জানিয়েছে সিপিডি। রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে 'ন্যাশনাল ডায়ালগ অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিকার্বনাইজেশন' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে উপস্থাপিত এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে আসে। অনুষ্ঠানে মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট সামি মোহাম্মদ। সভাপতিত্ব করেন সংস্থাটির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। এ সময় বাংলাদেশ সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আল মাহমুদ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সহসভাপতি ব্যারিস্টার বিদ্যা অমৃত খান ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (ইডকল) সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট আসিফ শাহরিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

সূচনা বক্তব্যে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'সময় এসেছে বিকল্প জ্বালানির ওপর ভিত্তি করে দেশের শিল্প-কারখানা বা অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলার। যেমন শিল্প-কারখানায় বিদ্যুতের যে চাহিদা রয়েছে, তার একটি অংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। এছাড়া গাড়িতে ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে ইলেকট্রিক ভেহিকলে এবং শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে ডিজেলের বিকল্প হিসেবে আরো বেশি সৌরভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা বা বৈদ্যুতিক সেচ ব্যবস্থার দিকে যাওয়া প্রয়োজন।' দীর্ঘদিন ধরে এসব সমাধানের কথা বলা হলেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলেও মন্তব্য

গবেষণায় বলা হয়েছে, পোশাক খাতে জ্বালানি ব্যয় কমাতে কারখানায় টেকসই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে গার্মেন্টস খাতের ১৫ হাজার ২টি যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন করা জরুরি

খাতের জন্য একটি জরুরি প্রতিক্রিয়া দল গঠন করা দরকার, যারা জরুরি ভিত্তিতে সমাধানগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যাবে। সরকার সবকিছু প্রকিউরমেন্টে করুক, কিন্তু বিষয়টি দ্রুত করা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি।' সবকিছু মিলিয়ে দেশের শিল্প খাতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হলে মূল কাজটি তৈরি পোশাক খাতকে দিয়ে শুরু করতে হবে বলে মনে করেন এ গবেষক।

দেশের ৩৫০টি পোশাক কারখানার ওপর পরিচালিত সিপিডির গবেষণায় বলা হয়েছে, পোশাক খাতে জ্বালানি ব্যয় কমাতে কারখানায় টেকসই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে গার্মেন্টস খাতের ১৫ হাজার ২টি যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন করা জরুরি, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ হাজার ২০৯ কোটি টাকা। আর ৫০ শতাংশ আধুনিকায়নে ব্যয় হবে ৬ হাজার ৬০৪ কোটি টাকা।

গবেষণায় দেখা গেছে, বড় কারখানার মধ্যে যাদের গড়ে ২ হাজার ১০৫ জনের বেশি কর্মী রয়েছে, মোট ব্যয়ের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশই তাদের জন্য প্রযোজ্য। প্রতি কারখানায় গড়ে ৫০ শতাংশ বাস্তবায়নে খরচ হবে ৭৩ দশমিক ১ কোটি টাকা। অন্যদিকে সবচেয়ে ছোট কারখানায়, যেখানে গড়ে ১১১ জন শ্রমিক রয়েছেন, মাত্র দশমিক ৩ শতাংশ খরচের মাধ্যমে শক্তি সাশ্রয় করা সম্ভব।

অন্যদিকে কাটিং বিভাগে মাত্র ৫ দশমিক ৫ শতাংশ মেশিন থাকলেও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ সাশ্রয় সম্ভব। সেলাই বিভাগে ৮৫ শতাংশ মেশিন থাকলেও এগুলো প্রযুক্তিগতভাবে অপরিহার্য হওয়ায় সাশ্রয়ের হার ২ দশমিক ৯ শতাংশ। তবে ডায়িং ও ওয়াশিং বিভাগে গ্যাসের ব্যবহার বেশি হওয়ায় সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে শতভাগ কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব নয়। আর ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের মাধ্যমে কারখানার বিদ্যুৎ খরচ ৪ দশমিক ৪ থেকে ২৩ দশমিক ৭ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

গবেষণায় আরো বলা হয়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত দেশের মোট গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ১৫ দশমিক ৪ শতাংশের জন্য দায়ী। এ খাতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর খরচ মেটাতে

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে গতকাল সিপিডি আয়োজিত 'ন্যাশনাল ডায়ালগ অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিকার্বনাইজেশন' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে বক্তারা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সিপিডির গবেষণা

পোশাক খাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নিশ্চিতে ১৩ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের তৈরি পোশাক খাতে টেকসই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রায় ১৩ হাজার ২০৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটি বলছে, মোট ব্যয়ের প্রায় ৭১ শতাংশ খরচ হবে দেশের শীর্ষ ২৫ শতাংশ বড় কারখানাগুলোয়। সঠিক মডেল অনুযায়ী যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হলে বছরে প্রায় ২ লাখ ৫৬ হাজার ৪৪৬ মেগাওয়াট পর্যন্ত শক্তি সাশ্রয় করা সম্ভব বলেও জানিয়েছে সিপিডি। রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে 'ন্যাশনাল ডায়ালগ অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিকার্বনাইজেশন' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে উপস্থাপিত এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে আসে। অনুষ্ঠানে মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট সামি মোহাম্মদ। সভাপতিত্ব করেন সংস্থাটির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। এ সময় বাংলাদেশ সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আল মাহমুদ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সহসভাপতি ব্যারিস্টার বিদ্যা অমৃত খান ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (ইডকল) সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট আসিফ শাহরিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

সূচনা বক্তব্যে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'সময় এসেছে বিকল্প জ্বালানির ওপর ভিত্তি করে দেশের শিল্প-কারখানা বা অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলার। যেমন শিল্প-কারখানায় বিদ্যুতের যে চাহিদা রয়েছে, তার একটি অংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। এছাড়া গাড়িতে ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে ইলেকট্রিক ভেহিকলে এবং শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে ডিজেলের বিকল্প হিসেবে আরো বেশি সৌরভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা বা বৈদ্যুতিক সেচ ব্যবস্থার দিকে যাওয়া প্রয়োজন।' দীর্ঘদিন ধরে এসব সমাধানের কথা বলা হলেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক।

তিনি আরো বলেন, 'এ মুহূর্তে সরকারের জ্বালানি খাতের জন্য একটি জরুরি প্রতিক্রিয়া দল গঠন করা দরকার, যারা জরুরি ভিত্তিতে সমাধানগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যাবে। সরকার সবকিছু প্রকিউরমেন্টে করুক, কিন্তু বিষয়টি দ্রুত করা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি।' সবকিছু মিলিয়ে দেশের শিল্প খাতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হলে মূল কাজটি তৈরি পোশাক খাতকে দিয়ে শুরু করতে হবে বলে মনে করেন এ গবেষক।

দেশের ৩৫০টি পোশাক কারখানার ওপর পরিচালিত সিপিডির গবেষণায় বলা হয়েছে, পোশাক খাতে জ্বালানি ব্যয় কমাতে কারখানায় টেকসই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে গার্মেন্টস খাতের ১৫ হাজার ২টি যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন করা জরুরি, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ হাজার ২০৯ কোটি টাকা। আর ৫০ শতাংশ আধুনিকায়নে ব্যয় হবে ৬ হাজার ৬০৪ কোটি টাকা।

> গবেষণায় বলা হয়েছে, পোশাক খাতে জ্বালানি ব্যয় কমাতে কারখানায় টেকসই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে গার্মেন্টস খাতের ১৫ হাজার ২টি যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন করা জরুরি

গবেষণায় দেখা গেছে, বড় কারখানার মধ্যে যাদের গড়ে ২ হাজার ১০৫ জনের বেশি কর্মী রয়েছে, মোট ব্যয়ের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশই তাদের জন্য প্রযোজ্য। প্রতি কারখানায় গড়ে ৫০ শতাংশ বাস্তবায়নে খরচ হবে ৭৩ দশমিক ১ কোটি টাকা। অন্যদিকে সবচেয়ে ছোট কারখানায়, যেখানে গড়ে ১১১ জন শ্রমিক রয়েছেন, মাত্র দশমিক ৩ শতাংশ খরচের মাধ্যমে শক্তি সাশ্রয় করা সম্ভব।

অন্যদিকে কাটিং বিভাগে মাত্র ৫ দশমিক ৫ শতাংশ মেশিন থাকলেও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ সাশ্রয় সম্ভব। সেলাই বিভাগে ৮৫ শতাংশ মেশিন থাকলেও এগুলো প্রযুক্তিগতভাবে অপরিহার্য হওয়ায় সাশ্রয়ের হার ২ দশমিক ৯ শতাংশ। তবে ডায়িং ও ওয়াশিং বিভাগে গ্যাসের ব্যবহার বেশি হওয়ায় সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে শতভাগ কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব নয়। আর ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের মাধ্যমে কারখানার বিদ্যুৎ খরচ ৪ দশমিক ৪ থেকে ২৩ দশমিক ৭ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

গবেষণায় আরো বলা হয়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত দেশের মোট গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ১৫ দশমিক ৪ শতাংশের জন্য দায়ী। এ খাতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর খরচ মেটাতে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন বলেও জানিয়েছে সিপিডি।

ঢাকা।

বণিক বার্তা
17 AUG 2026

বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ বাড়লে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ১০ বিলিয়ন ডলারের সীমা ছাড়িয়ে বহু গুণ বাড়বে

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির
মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার। আগামী দিনে বাংলাদেশে বিপুল মার্কিন বিনিয়োগ হবে আশা করি। দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে আরো বাড়বে বলে প্রত্যাশা করি। এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরো জোরদার হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতির বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা করবে, এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক এমনিতে স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুদিন আগ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনো বাড়তি শুল্ক ছিল না। এ শুল্কের কারণে প্রথমে ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার অ্যাক্ট, তারপর সেকশন ১২২। তারপর সেগুলো রিপ্লেস হয়ে এখন সেকশন ৩০১।

আমাদের অরিজিনাল যে শুল্ক ছিল, ১৫ বা সাড়ে ১৫ শতাংশ, যতই ছিল আগে, তার সঙ্গে এখন আরো ১০ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হয়েছে। শুল্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যায়। আর জিনিসের দাম বাড়লে ক্রয়ক্ষমতার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। যদি দাম কম থাকে, তাহলে ভোক্তার পক্ষে ক্রয়ক্ষমতায় বেশি উপভোগ করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক এমনিতে ভালো, সে রকম কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে আমরা আশা করব, আগামী দিনে একটা বিকাশমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে আমরা বেশি বেশি মার্কিন বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারব। দেশটি প্রযুক্তির দিক থেকেও পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর অর্থনীতি।

আগামী দিনে তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট উৎকর্ষ ও বিনিয়োগ বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে একটা বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমাদের রফতানি পণ্য তো এখনো ৮৫ শতাংশ তৈরি পোশাক বা আরএমজির ওপর নির্ভরশীল। সেটা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নয়। যে বাজারেই আমরা যাই, সেখানে প্রধানতম রফতানি পণ্য হচ্ছে আরএমজি।

এখন আরএমজির ওপর থেকে আমাদের নির্ভরতা, মানে রফতানির শেয়ার হিসেবে অন্য সেক্টরগুলো যদি আমরা বাড়াতে পারি, তাহলে আরএমজির শেয়ারটা কমে আসবে। আরএমজি এখন যে ৩৮-৩৯ মিলিয়ন, এটাতে আমরা খুশি না। এটা আরো অনেক বাড়া উচিত। এখানে ম্যানমেড ফাইবারের মূল্য সংযোজিত পণ্যগুলো বেশি বেশি রফতানিতে যাবে। আগামী দিনে সেটা আমাদের প্রত্যাশা।

এ রফতানিও বাড়বে, কিন্তু সঙ্গে চামড়া, পাট, হালকা প্রকৌশল, জাহাজ নির্মাণ, এসব সেক্টর বেশি বেশি করে রফতানি করতে পারবে। যাতে অন্য সেক্টরগুলোর অনুপাত বাড়ে। এজন্য আমরা পরিকল্পনামাফিক বেশকিছু পদক্ষেপ নিচ্ছি। যেমন চামড়া, জাহাজ নির্মাণ, এগুলোর ওপর আমাদের পদক্ষেপগুলো খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা জনসম্মুখে ঘোষণা করব।

আগামী দিনে আমরা রফতানি বহুমুখীকরণ, যেটা এতদিনের একটা মুখের কথা ছিল, সেটা বাস্তবতায় রূপান্তর করার জন্য বাস্তবভিত্তিক কিছু পদক্ষেপ নেব। সেটার ঘোষণা আমরা জনসম্মুখে করব।

বাংলাদেশ যেগুলো আমদানি করে, মূলত একটা হচ্ছে কাঁচামাল, আরেকটা হচ্ছে জ্বালানি। আগামী দিনে এ আমদানিনির্ভর জ্বালানি, যেমন এলএনজি, আমাদের যদি অর্থনীতির বিকাশ হয়, বেশি বেশি শিল্প বিনিয়োগ ঘটে, তাতে অন্যান্য উৎসে বহুমুখীকরণ করার পরও এখনকার তুলনায় অনেক বেশি এলএনজি আমাদের লাগবে।

সেই জ্বালানির চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা জ্বালানি আমদানি করব। তার মধ্যে আমেরিকা নিঃসন্দেহে একটা বড় উৎস। কারণ আমেরিকার পর্যাপ্ত এলএনজির মজুদ রয়েছে। বিশ্বে এ মুহূর্তে তারাই এলএনজির সবচেয়ে বড় উৎপাদক।

আগামী দিনে আমরা বাংলাদেশ-আমেরিকান বিনিয়োগ সম্পর্কটা এভাবে দেখতে চাই যে প্রতি বছর যে আমেরিকান বিনিয়োগ বা এফডিআই, যা এখনো জ্বালানিনির্ভর, সেটা বহু খাতে বিস্তৃত থাকবে।

বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, সেটা এখনকার ১০ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় অনেক গুণ বাড়বে। মূলত একদিকে তাদের বিনিয়োগ আমাদের এখানে বাড়বে, আর আমাদের এখান থেকে তাদের এখানে রফতানি অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং সেটা বহু খাতভিত্তিক হবে। তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেন্দ্রিক সহযোগিতা আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। তাদের উন্নত প্রযুক্তি আমাদের উন্নতিতে একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রত্যেক অর্থনৈতিক ব্লক বা প্রত্যেক দেশের, অঞ্চলভেদে, ক্রেতাদের নিজস্ব রুচি ও পছন্দ আলাদা। বাংলাদেশ আমেরিকায় যেগুলো রফতানি করবে, সেগুলো আমেরিকান ক্রেতার রুচি ও পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র। তাদের জিডিপির আকার ৩৮ ট্রিলিয়ন। প্রযুক্তিতেও তারা পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর দেশ। সেই দেশের বিশাল ভোক্তা বাজারে আমরা যে পণ্যগুলো রফতানি করি, সেগুলো যদি কিছু পরিমাণেও বাড়াতে পারি, সেটাও আমাদের সামগ্রিক উন্নতি বা রফতানির কলেবর বৃদ্ধির জন্য একটা বিরাট পদক্ষেপ হবে।

বণিক বার্তা
17 AUG 2026

২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত পণ্য

(কোটি ডলার)

পণ্য	পরিমাণ
খনিজ জ্বালানি ও তেল এবং এগুলোর পাতনজাত উপদ্রব্য, বিটুমিনাস পদার্থ ও খনিজ মোম	৭৭.৮২
লোহা ও ইস্পাত	৬১.৭৫
তৈলবীজ এবং তেলযুক্ত ফল, বিভিন্ন শস্য, বীজ এবং ফল, শিল্প বা ভেষজ উদ্ভিদ ও পশুখাদ্য	৩৪.১৫
তুলা	২৩.৪৫
পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর, বয়লার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ	৮.৩১
অপটিক্যাল, চিকিৎসাসংক্রান্ত বা অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ও উপাদান	৮.১৮
খাদ্য শিল্পের বর্জ্য এবং প্রস্তুতকৃত পশুখাদ্য	৭.৬৬
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, শব্দ ও ছবি রেকর্ডার এবং এগুলোর অ্যাকসেসরিজ	৬.৫৭
প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকের তৈরি সামগ্রী	৫.২৮
বিস্ফোরক দ্রব্য, আতশবাজি পণ্য দেয়াশলাই ও নির্দিষ্ট দাহ্য	৪.৪৯
কাগজ এবং পেপারবোর্ড ও পেপারবোর্ডের তৈরি সামগ্রী	৩.৩২
জাহাজ, নৌকা এবং ভাসমান কাঠামো	৩.০২
কৃত্রিম তন্তু	২.৮৭
লোহা বা ইস্পাতের তৈরি সামগ্রী	২৮
ওষুধ ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	২.৩৮
কাঠের তৈরি সামগ্রী ও পেপারবোর্ড বা কাগজের বর্জ্য	২.৩৬
সবজি এবং শেকড় জাতীয় ফসল	২.১২
বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্য	১.৮৪
অন্যান্য পণ্য	১৯.৫৫
সর্বমোট আমদানি	২৭১.৬

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

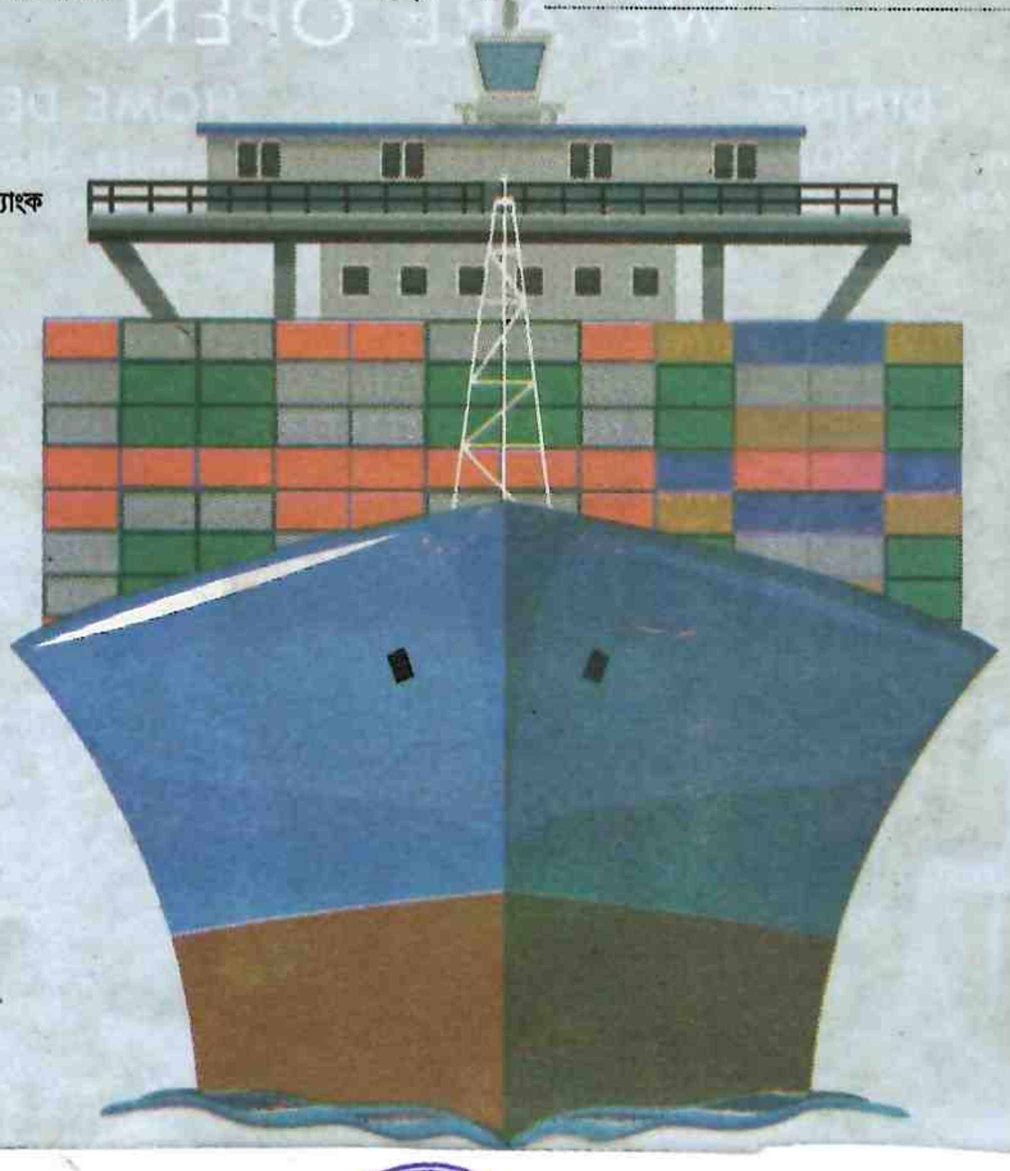

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
17 AUG 2026

RMG industry trapped in capital-energy lock-in: CPD

FE REPORT

- RMG sector locked into fossil-fuel dependence
- Tk 132b needed for targeted machine upgrades
- Small factories face 57.3pc efficiency gap
- Rooftop solar could cut energy costs by 5.5pc

Bangladesh's ready-made garment (RMG) industry is trapped in a structural capital-energy lock-in, where expanding machinery under existing technologies could increase overall energy consumption rather than improve efficiency, according to a study by the Centre for Policy Dialogue (CPD).

The study found that the sewing segment, which accounts for 85.2 per cent of installed machine capacity, has an irreplaceable core of standard sewing equipment, limiting energy savings from machine substitution in the section to less than 3 per cent.

By contrast, optimising equipment in the cutting section, which constitutes only 5.5 per cent of total installed machinery, yields a disproportionate 27.3 per cent of total sector-wide energy savings, the study revealed.

CPD Programme Associate Sami Mohammad presented the findings of the study, titled "Renewable Energy as a Competitiveness Strategy for Industrial Decarbonisation in Bangladesh's RMG Sector", at a national dialogue in the capital on Sunday. CPD Research Director Khondaker Golam Moazzem chaired the event.

The think tank emphasised that capital and energy behave as complements rather than substitutes in RMG manufacturing, locking the industry into fossil-fuel dependence unless core technologies are transformed.

The data shows a sharp efficiency gap between factories of different sizes. Smaller apparel factories face a 57.3 per cent energy-efficiency gap compared with top-tier industry benchmarks, against 8.9 per cent for large factories. Older machinery and tight liquidity are the main drivers of the disparity.

Washing and dyeing are the most energy-intensive stages of production, but their thermal energy needs are largely met by gas-fired boilers, which cannot be replaced by rooftop solar photovoltaic (PV) systems alone.

The study, based on 350 garment factories, 65 machine types and nine production sections, estimated that Tk 132.09 billion in targeted machine reallocations across the sector would unlock annual energy savings of 256,445 megawatt-hours (MWh) and help safeguard export competitiveness ahead of Bangladesh's LDC graduation and tighter European climate requirements.

It also found that a 10 per cent rooftop solar PV offset could reduce monthly energy expenditure by 5.5 per cent while providing some protection against volatility in imported LNG prices.

High upfront capital requirements, limited liquidity, short investment horizons, and unequal access to green finance hit smaller factories hardest, according to the study.

The think tank concluded that industrial decarbonisation in the apparel sector should be treated not as a single technology choice, but as a sequenced, adequately financed, and regulated national strategy.

Khandaker Golam Moazzem proposed an empowered fast-track committee comprising senior representatives from the energy and finance ministries, National Board of Revenue, Power Development Board, Dhaka Power Distribution Company, Rural Electrification Board, Petrobangla, Sustainable and Renewable Energy Development Authority, Sustainable and Renewable Energy Association

I SEE PAGE 7 COL 6

I FROM PAGE 8 COL 3

and trade bodies. The committee, he said, should have the authority to resolve operational bottlenecks.

Vidiya Amrit Khan, vice president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said there is no alternative to ensuring a certain level of renewable energy as global buyers are bound by Paris Agreement net-zero targets.

Brands will shift orders away from supply chains that lack access to renewable energy, borrowing costs to as high as 15 per cent. She also urged lower collateral requirements and administrative fees to make rooftop solar and energy-efficient machinery more accessible to small and medium-sized enterprises.

Fazlee Shamim Ehsan, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said decarbonisation and green energy adoption had become mandatory for Bangladesh's export-economic necessity for businesses and was being held back by policy bottlenecks, high taxes and administrative delays rather than technical constraints.

He suggested providing a one-time incentive for 2 million households to install 3-5 kW rooftop systems, alongside expanding industrial rooftop solar to eliminate reliance on diesel and gas generators.

Shamim Munir Uddin, director of programme evidence and learning at Ethical Trading Initiative

- RMG sector locked into fossil-fuel dependence
- Tk 132b needed for targeted machine upgrades
- Small factories face 57.3pc efficiency gap
- Rooftop solar could cut energy costs by 5.5pc

Bangladesh's ready-made garment (RMG) industry is trapped in a structural capital-energy lock-in, where expanding machinery under existing technologies could increase overall energy consumption rather than improve efficiency, according to a study by the Centre for Policy Dialogue (CPD).

The study found that the sewing segment, which accounts for 85.2 per cent of installed machine capacity, has an irreplaceable core of standard sewing equipment, limiting energy savings from machine substitution in the section to less than 3 per cent.

By contrast, optimising equipment in the cutting section, which constitutes only 5.5 per cent of total installed machinery, yields a disproportionate 27.3 per cent of total sector-wide energy savings, the study revealed.

CPD Programme Associate Sami Mohammad presented the findings of the study, titled "Renewable Energy as a Competitiveness Strategy for Industrial Decarbonisation in Bangladesh's RMG Sector", at a national dialogue in the capital on Sunday. CPD Research Director Khondaker Golam Moazzem chaired the event.

The think tank emphasised that capital and energy behave as complements rather than substitutes in RMG manufacturing, locking the industry into fossil-fuel dependence unless core technologies are transformed.

The data shows a sharp efficiency gap between factories of different sizes. Smaller apparel factories face a 57.3 per cent energy-efficiency gap compared with top-tier industry benchmarks, against 8.9 per cent for large factories. Older machinery and tight liquidity are the main drivers of the disparity.

Washing and dyeing are the most energy-intensive stages of production, but their thermal energy needs are largely met by gas-fired boilers, which cannot be replaced by rooftop solar photovoltaic (PV) systems alone.

The study, based on 350 garment factories, 65 machine types and nine production sections, estimated that Tk 132.09 billion in targeted machine reallocations across the sector would unlock annual energy savings of 256,445 megawatt-hours (MWh) and help safeguard export competitiveness ahead of Bangladesh's LDC graduation and tighter European climate requirements.

It also found that a 10 per cent rooftop solar PV offset could reduce monthly energy expenditure by 5.5 per cent while providing some protection against volatility in imported LNG prices.

High upfront capital requirements, limited liquidity, short investment horizons, and unequal access to green finance hit smaller factories hardest, according to the study.

The think tank concluded that industrial decarbonisation in the apparel sector should be treated not as a single technology choice, but as a sequenced, adequately financed, and regulated national strategy.

Khandaker Golam Moazzem proposed an empowered fast-track committee comprising senior representatives from the energy and finance ministries, National Board of Revenue, Power Development Board, Dhaka Power Distribution Company, Rural Electrification Board, Petrobangla, Sustainable and Renewable Energy Development Authority, Sustainable and Renewable Energy Association

I SEE PAGE 7 COL 6

I FROM PAGE 8 COL 3

and trade bodies. The committee, he said, should have the authority to resolve operational bottlenecks.

Vidiya Amrit Khan, vice president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said there is no alternative to ensuring a certain level of renewable energy as global buyers are bound by Paris Agreement net-zero targets.

Brands will shift orders away from supply chains that lack access to renewable energy, she said, adding that if the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) extends to apparel, Bangladesh's low renewable energy share (under 2 per cent) will make exports significantly costlier than regional competitors like Vietnam, China, India, and Pakistan.

She called for concessional green climate funds to be channelled directly to manufacturers, saying commercial bank interest mark-ups can push borrowing costs to as high as 15 per cent. She also urged lower collateral requirements and administrative fees to make rooftop solar and energy-efficient machinery more accessible to small and medium-sized enterprises.

Fazlee Shamim Ehsan, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said decarbonisation and green energy adoption had become mandatory for Bangladesh's export-oriented apparel sector to meet EU regulations and buyers' 2030 targets.

He said accelerating rooftop solar deployment would require policy bottlenecks to be addressed, including updates to the Bangladesh National Building Code and clear rooftop fire-safety guidelines.

Mostafa Al Mahmud, president of the Bangladesh Sustainable and Renewable Energy Association, said the transition to renewable energy was an urgent economic necessity for businesses and was being held back by policy bottlenecks, high taxes and administrative delays rather than technical constraints.

He suggested providing a one-time incentive for 2 million households to install 3-5 kW rooftop systems, alongside expanding industrial rooftop solar to eliminate reliance on diesel and gas generators.

Shamim Munir Uddin, director of programme evidence and learning at Ethical Trading Initiative Bangladesh, emphasised that green transformation requires combining technology with worker training in energy efficiency.

Stressing the importance of responsible purchasing practices to ensure green transition, he said global apparel brands must share responsibility through long-term partnerships and order predictability, rather than placing the full burden of green compliance on local suppliers.

munni_fe@yahoo.com

The Daily Star
17 AUG 2026

Garment industry running out of time to go green: CPD

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's garment industry must accelerate its shift to cleaner energy as rising power costs, dwindling gas supplies and tougher climate rules increasingly threaten the sector's competitiveness, according to a new study by the Centre for Policy Dialogue (CPD).

Greater use of renewable energy and more efficient machinery could help factories cut energy costs while meeting growing environmental requirements in key export markets, the study found. The findings were presented yesterday at a national dialogue on industrial decarbonisation at BRAC Centre Inn in Dhaka.

The study drew on data from 350 RMG factories and 65 types of machinery across eight production categories.

It identified rooftop solar as a clear opportunity, which can potentially lower electricity costs and reduce factories' exposure to volatile fossil fuel prices.

CPD DREW DATA FROM

350 RMG factories

65 types of machinery

8 production categories

WHY TRANSITION IS NECESSARY

- RMG sector faces increasing pressure to cut carbon emissions
- Decarbonisation essential to meet climate commitment
- Gas shortages demand alternatives
- Delayed transition risks competitiveness

WHAT ARE THE BENEFITS?

- **30%** use of solar energy saves **15.7%** costs
- **10%** use cuts **5.5%** cost
- Cutting machine substitution to yield **27%** of total savings

Average monthly energy expenditure among surveyed factories stood at Tk 9.98 lakh. Meeting 30 percent of energy needs through solar could cut costs to Tk 8.46 lakh, a 15.7 percent saving, the study found.

Machinery upgrades offer another opportunity, it noted. Cutting machines represent only 5.5 percent of installed capacity but could generate 27 percent of potential replacement savings. Sewing machines account for about 85 percent of machine stock but offer less than 3 percent savings potential. Smaller factories, however, face financing constraints and older machinery.

Speaking at the event, Asif Shahriar, assistant vice-president of Infrastructure Development Company Ltd (IDCOL), said limited financing capacity, a shortage of capable renewable energy service companies and the absence of standardised investment assessments are holding back industrial adoption.

Smaller factories often struggle to access financing because individual projects are too small for conventional financing models. He suggested grouping several small projects and financing them together.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

Asif also backed operating expense, or OPEX-based, models in which third parties install and operate renewable energy systems while factories pay for the service, reducing the need for large upfront investments.

Fazle Shamim Ehsan, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said European decarbonisation requirements leave Bangladesh with little room for delay.

He noted that Bangladesh is already behind several competing garment-producing countries in renewable energy use.

He said incentives often look better on paper than they work in practice.

steam generated as a by-product of power plants.

For existing factories, rooftop solar and efficient machinery offer quicker options, but both require financing and regulatory changes. "Funds are available, but they are not accessible enough," Fazle Shamim said.

Mostafa Al Mahmud, president of the Bangladesh Solar and Renewable Energy Association, also criticised taxes on solar panels, batteries and other equipment.

Bangladesh now needs an emergency response in the energy sector, said Khondaker Golam Moazzem, research director at CPD.

Gas reserves are nearing depletion, while new exploration has not kept pace with demand.

of how automation is affecting energy consumption.

Policy remains a critical piece of the puzzle. Shamim Munir Uddin pointed out that factories importing renewable energy equipment are subject to around 15 percent VAT and 2 percent advance tax, creating a combined burden of roughly 17 percent.

Such measures can work against the government's own renewable energy goals, he said.

Vidiya Amrit Khan, vice-president of BGMEA, said Bangladesh's garment industry risks losing competitiveness if it fails to become more sustainable.

European regulations increasingly require detailed reporting on carbon emissions, energy

out of time to go green: CPD

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's garment industry must accelerate its shift to cleaner energy as rising power costs, dwindling gas supplies and tougher climate rules increasingly threaten the sector's competitiveness, according to a new study by the Centre for Policy Dialogue (CPD).

Greater use of renewable energy and more efficient machinery could help factories cut energy costs while meeting growing environmental requirements in key export markets, the study found. The findings were presented yesterday at a national dialogue on industrial decarbonisation at BRAC Centre Inn in Dhaka.

The study drew on data from 350 RMG factories and 65 types of machinery across eight production categories.

It identified rooftop solar as a clear opportunity, which can potentially lower electricity costs and reduce factories' exposure to volatile fossil fuel prices.

CPD DREW DATA FROM

- **350** RMG factories
- **65** types of machinery
- **8** production categories

WHY TRANSITION IS NECESSARY

- RMG sector faces increasing pressure to cut carbon emissions
- Decarbonisation essential to meet climate commitment
- Gas shortages demand alternatives
- Delayed transition risks competitiveness

WHAT ARE THE BENEFITS?

- **30%** use of solar energy saves **15.7%** costs
- **10%** use cuts **5.5%** cost
- Cutting machine substitution to yield **27%** of total savings

Average monthly energy expenditure among surveyed factories stood at Tk 9.98 lakh. Meeting 30 percent of energy needs through solar could cut costs to Tk 8.46 lakh, a 15.7 percent saving, the study found.

Machinery upgrades offer another opportunity, it noted. Cutting machines represent only 5.5 percent of installed capacity but could generate 27 percent of potential replacement savings. Sewing machines account for about 85 percent of machine stock but offer less than 3 percent savings potential. Smaller factories, however, face financing constraints and older machinery.

Speaking at the event, Asif Shahriar, assistant vice-president of Infrastructure Development Company Ltd (IDCOL), said limited financing capacity, a shortage of capable renewable energy service companies and the absence of standardised investment assessments are holding back industrial adoption.

Smaller factories often struggle to access financing because individual projects are too small for conventional financing models. He suggested grouping several small projects and financing them together. READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

Asif also backed operating expense, or OPEX-based, models in which third parties install and operate renewable energy systems while factories pay for the service, reducing the need for large upfront investments.

Fazle Shamim Ehsan, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said European decarbonisation requirements leave Bangladesh with little room for delay.

He noted that Bangladesh is already behind several competing garment-producing countries in renewable energy use.

He said incentives often look better on paper than they work in practice. Even his LEED-certified platinum factory has not received the full benefit of a promised tax incentive because of how income tax is collected and adjusted.

"If the incentive does not reduce the actual tax burden, then what is the point of giving it?" he asked.

He also cautioned against assuming every industrial process can simply be electrified. New industrial zones should instead be planned around shared energy

steam generated as a by-product of power plants.

For existing factories, rooftop solar and efficient machinery offer quicker options, but both require financing and regulatory changes. "Funds are available, but they are not accessible enough," Fazle Shamim said.

Mostafa Al Mahmud, president of the Bangladesh Solar and Renewable Energy Association, also criticised taxes on solar panels, batteries and other equipment.

Bangladesh now needs an emergency response in the energy sector, said Khondaker Golam Moazzem, research director at CPD.

Gas reserves are nearing depletion, while new exploration has not kept pace with demand. Industries will therefore need alternatives for gas-dependent boilers, diesel-based transport and irrigation.

The challenge extends beyond factories and financiers, pointed out Shamim Munir Uddin, director of the Ethical Trading Initiative.

Workers should also be involved in improving energy and resource efficiency through training and greater awareness at the factory level, he said, calling for closer scrutiny

of how automation is affecting energy consumption.

Policy remains a critical piece of the puzzle. Shamim Munir Uddin pointed out that factories importing renewable energy equipment are subject to around 15 percent VAT and 2 percent advance tax, creating a combined burden of roughly 17 percent.

Such measures can work against the government's own renewable energy goals, he said.

Vidiya Amrit Khan, vice-president of BGMEA, said Bangladesh's garment industry risks losing competitiveness if it fails to become more sustainable.

European regulations increasingly require detailed reporting on carbon emissions, energy use, water consumption and chemical discharge. Such requirements are expected to become more consequential for exporters by 2030, she said.

The biggest obstacle may be policy rather than technology, Vidiya said, with high financing costs, collateral requirements and proposed charges on open-access renewable power potentially making clean energy more expensive than conventional power. That could discourage investment, she added.

The Business Standard
17 AUG 2026

CPD proposes 'emergency response committee' to tackle energy crisis

ENERGY – BANGLADESH

TBS REPORT

Committee should sit with stakeholders within three days

Renewables, electric boilers, EVs proposed as alternatives

▸ Tk13,209cr investment could save over 25,000MWh annually

▸ Stable power, modern tech could cut production costs up to 4%

Energy-efficient upgrades could save 10-17% energy

30% solar power could cut monthly energy costs up to 15.7%

Rooftop solar could reduce energy-price exposure up to 4%

The government should urgently form an "emergency response committee" to tackle the country's energy crisis, which has reached a point where gradual solutions are no longer viable, said Khandaker Golam Moazzem, research director at the Centre for Policy Dialogue (CPD).

"The committee should be formed immediately, with all relevant stakeholders meeting within three days," he said at a CPD dialogue held at the BRAC Centre in Dhaka yesterday.

It could be formed with representatives from the energy ministry, finance ministry, Energy Regulatory Commission, Petrobangla, and other relevant agencies, he added at the event titled "Industrial Decarbonisation in the RMG Sector: How to Take it Forward?".

He said the committee should take swift decisions, announce them publicly and ensure their implementation to help ease the challenges facing the energy and renewable energy sectors.

"There is no scope for delays in making decisions. Operational decisions can be taken quickly, but processes are being held up by different stakeholders," he said, adding that some parties appear to prolong crises and delay solutions.

Moazzem further said the government must immediately begin building an industrial and economic structure based on alternative energy sources, including renewable energy, alternatives to gas-fired boilers, and of electric vehicles.

He added that ensuring a stable power supply to factories and adopting alternative technologies could reduce overall production costs by up to 4%. Such replacement or modernisation could also save 10-17% in energy consumption, he added.

Tk13,209cr investment could save 25,000MWh in RMG

A CPD survey on renewable energy in the RMG sector found that major technological upgrades could help factories save more than 25,000 megawatt-hours (MWh) of electricity annually, but would require an estimated Tk13,209 crore in investment.

The study found 85% of machinery in the RMG sector is used in sewing, but technological upgrades in the section could deliver only about 3% of total potential electricity savings. By contrast, cutting accounts for just 5.5% of machinery but could generate more than 27% of total electricity savings through modern technology.

Washing and dyeing are the most energy-intensive processes. Electricity or solar power alone cannot replace gas in these heat-intensive operations. The CPD identified electric boilers as a sustainable alternative, but said their high cost could require subsidies.

The CPD estimated capital costs of Tk6,604 crore for implementing energy-efficient technologies in half of the factories and Tk13,209 crore for full implementation.

The largest 25% of factories would account for around 71% of the total investment, while the smallest factories would require just 0.3%.

I SEE PAGE 4 COL 1

CONTINUED FROM PAGE 3

The study also found that rooftop solar could help reduce dependence on imported energy and exposure to volatile LNG prices. Using 30% solar power could cut factories' average monthly energy costs by up to 15.7% and energy-price exposure by up to 4%.

Recommendations

The CPD recommended stronger incentives and financial support for energy-efficient equipment in the relatively cost-effective cutting, and energy-intensive washing sections.

It also called for easier access to financing for smaller factories, as well as long-term research to reduce electricity use in thermal washing and dyeing processes and sewing technologies.

Md Imranul Hoque Chowdhury, deputy director (PIM), Team Asia, International Business Development at ib vogt Singapore, said entrepreneurs face administrative and policy hurdles in renewable energy investment, including tariff complications for solar panel imports and delays of up to six months in net-metering approvals.

He called for tailored financing models for small and medium-sized businesses, including guarantee schemes for those lacking sufficient collateral.

Fazlee Shamim Ehasan, executive president of the BKMEA, said renewable energy is no longer a future option for the garment sector but an immediate necessity. "European laws and regulations will increasingly require exporters to use more green energy."

He said renewable energy currently accounts for around 6% of Bangladesh's total energy use, compared with 30-50% or more in many competing countries.

"Bangladesh therefore needs to accelerate its transition, he added.

Ehasan said financing remains a major barrier to green investment. Entrepreneurs struggle with lengthy procedures for accessing green funds from banks.

"Tax incentives alone are not enough. The government must ensure that entrepreneurs actually benefit from them and receive meaningful incentives for green investment," he said

Vidiya Amrit Khan, vice-President of BGMEA, said entrepreneurs are interested in renewable energy, but policy complexities and various charges often undermine the viability.

She called for open access, reasonable wheeling charges and simpler power purchase and sale arrangements for renewable energy.

"If renewable energy is a government priority, the Finance Ministry and other relevant agencies must maintain a consistent policy stance," she added

Vidiya Amrit also said international brands should share the cost of the transition through financial support and partnerships to reduce the environmental impact.

ঢাকা।